# মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগের
# শহীদ দুই ভাই ও এক ভাগিনার স্মৃতিফলক

শহীদ বুদ্ধিজীবি প্রকৌশলী
মোঃ ফজলুর রহমান
(বড় ভাই)

শহীদ মোঃ রফিকুল ইসলাম (বাসেত)
(ছোট ভাই)

শহীদ মোঃ আনোয়ার হোসেন
(ভাগিনা)

**১০ (পুরাতন), ১৭৬ (নতুন), আরামবাগ রোড, ঢাকা-১০০০**

**"হে নতুন প্রজন্ম"**

**একটু দাড়াও, দেখে যাও, যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি "স্বাধীন বাংলাদেশ"।**

শহীদ বুদ্ধিজীবী প্রকৌশলী মোঃ ফজলুর রহমান নরসিংদী জেলার কাজীরকান্দি গ্রামে ২৮ জুন ১৯৩৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আলহাজ্ব মৌঃ মোঃ তোরাব আলী তৎকালীন হাইকোর্টে সরকারী কর্মচারী ছিলেন। মাতা মরহুমা আলহাজ্ব জাহেদা খাতুন গৃহিনী ছিলেন।

১৯৫৪ সনে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে পাশ করে ২৭ জানুয়ারী ১৯৫৮ সনে তৎকালীন গৃহ সংস্থান পরিদপ্তরে যোগদান করেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে। তার তত্ত্বাবধানে ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর, রাজশাহীর সাপুড়া উপ-শহরের অবাঙালি কলোনী সমূহ নির্মিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তৎকালীন রংপুরের অধীন সৈয়দপুর সেনানিবাসে সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সৈয়দপুরে ২৫শে মার্চ যুদ্ধচলাকালীন সময়ে পাক বাহিনীর আক্রমনের পর উনার পরামর্শ ও প্রেরনায় সৈয়দপুর এলাকার তরুন যুবকদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করতে শুরু করলে গাড়ীর ড্রাইভার অবাঙালী মোঃ আবিদ হোসেন পাক বাহিনীকে বিষয়টি অবহিত করে, ফলে ১৯৭১ সনের ১লা এপ্রিল এক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে কিছু পাক সেনা শহীদ প্রকৌশলী মোঃ ফজলুর রহমান, ছোট ভাই শহীদ মোঃ রফিকুল ইসলাম (বাসেত) **"নটরডেম কলেজ থেকে ১৯৭০ সনে পাশ করে রংপুর মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের প্রথম বর্ষের এম.বি.বি.এস এর ছাত্র ছিল"**। ভাগিনা শহীদ মোঃ আনোয়ার হোসেন এস.এস.সি পরীক্ষার্থী ছিল। তাদেরকে অস্ত্রের মুখে বাসা থেকে বের করে নিয়ে যায় এবং কিছু দূরে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে একসাথে গণ কবর দেয়। ৪০ বৎসর পর ২০১১ইং সনে গণকবরটি সংরক্ষিত করা হয়েছে।

হে নতুন প্রজন্ম, লক্ষ, লক্ষ শহীদদের প্রাণের বিনিময়ে এবং হাজার হাজার মা, বোনের পবিত্র ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। আমরা যেন, শ্রদ্ধা চিত্তে তাদেরকে সম্মান ও স্মরণ করি এবং সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি, তা হলেই আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবো। তারাই এ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, তাদের কাছে জাতি ঋণী, তাদের প্রতি রইলো লাখো লাখো-ছালাম.....।